Time Taken

00:00

Mark Gained

1.ক্ষুদ্র অর্থে অব্যয়ীভাব হয়েছে কোনটি?

a. ক) উপগ্রহ

b. খ) উপভাষা

c. গ) উপবন

d. ঘ) উপকথা

Show Answer Show Explanation

Explanation: পূর্বপদে অব্যয়যোগে নিষ্পন্ন সমাসে যদি অব্যয়ের অর্থই প্রধান হয়, তবে থাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। কিছু শব্দের পূর্বপদে উপ থাকলে ক্ষুদ্র অর্থ দেয়। উৎস : বাংলা একাডেমি প্রমিত ব্যবহারিক ব্যাকরণ ও ভাষা-শিক্ষা, হায়াৎ মামুদ।

2.ব্যাসবাক্যের অপর নাম কী?

a. বিগ্রহবাক্য

b. যৌগিক বাক্য

c. সরল বাক্য

d. জটিল বাক্য

Show Answer Show Explanation

Explanation: ✎সমাস সংস্কৃত শব্দ। সম+অস্+অ= সমাস। এর অর্থ সংক্ষেপণ, মিলন, একাধিক পদের একপদীকরণ। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত অর্থসংগতিপূর্ণ দুই বা ততোধিক পদের এক পদ হওয়াকে সমাস বলে। সমস্ত পদ তৈরি করতে যে বাক্য বা বাক্যাংশ ব্যবহার করা হয়, তাকে সমাস বাক্য/ব্যাসবাক্য/বিগ্রহবাক্য বলে। যেমন: নীল যে কণ্ঠ= নীলকণ্ঠ। এখানে 'নীল যে কণ্ঠ' ব্যাসবাক্য।

3.মায়েঝিয়ে কোন সমাস?

a. অলুক দ্বন্দ্ব

b. অলুক বহুব্রীহি

c. অলুক তৎপুরুষ

d. উপমিত কর্মধারয়

Show Answer Show Explanation

Explanation: ☛অলুক দ্বন্দ্ব: যে দ্বন্দ্ব সমাসে কোন সমস্যমান পদের বিভক্তি লোপ হয় না, তাকে অলুক দ্বন্দ্ব বলে। ✦মায়ে ও ঝিয়ে= মায়েঝিয়ে ✦হাটে ও বাজারে= হাটেবাজারে ✦বনে ও জঙ্গলে= বনেজঙ্গলে ✦চোখে ও মুখে= চোখেমুখে

4.দুর্ভিক্ষ'র সঠিক ব্যাসবাক্য?

a. খাদ্যের অভাব

b. ভিক্ষার অভাব

c. ভীষণ খাদ্যাভাব

d. ভিক্ষুকের অভাব

Show Answer Show Explanation

Explanation: অব্যয়ীভাব অর্থ অব্যয়ের ভাব বর্তমান। অব্যয় শব্দ পূর্বে বসে যে সমাস হয় এবং যেখানে অব্যয়ের অর্থ প্রাধান্য পায় তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। অব্যয়ীভাব সমাসের পূর্বপদে অব্যয় বা উপসর্গ এবং পরপদে বিশেষ্য থাকে। উপকূল= কূলের সমীপে প্রতিদিন= দিন দিন ✓ অতিক্রান্ত অর্থ বুঝাতে অব্যয়ীভাব সমাস হয়:

5.'হাভাতে' কোন সমাস?

a. প্রাদি

b. অব্যয়ীভাব

c. উপপদ তৎপুরুষ

d. বহুব্রীহি

Show Answer Show Explanation

Explanation: অব্যয়ীভাব অর্থ অব্যয়ের ভাব বর্তমান। অব্যয় শব্দ পূর্বে বসে যে সমাস হয় এবং যেখানে অব্যয়ের অর্থ প্রাধান্য পায় তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। অব্যয়ীভাব সমাসের পূর্বপদে অব্যয় বা উপসর্গ এবং পরপদে বিশেষ্য থাকে। উপকূল= কূলের সমীপে প্রতিদিন= দিন দিন ✓ অতিক্রান্ত অর্থ বুঝাতে অব্যয়ীভাব সমাস হয়:

6.বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব সমাস কোনটি?

a. ক) স্বর্গ-নরক

b. খ) দিনরাত

c. গ) আয়-ব্যয়

d. ঘ) জমা-খরচ

Show Answer Show Explanation

Explanation: বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব: অর্থের দিক থেকে যে দ্বন্দ্ব পরস্পরের মধ্যে বিরোধ তৈরি করে তাকে বলা হয় বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব। যেমন- ভালোমন্দ, সাদাকালো, দা-কুমড়া, অহি-নকুল, স্বর্গ-নরক, দেবদান, ধনীগরিব ইত্যাদি। বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব: যে দ্বন্দ্ব সমাসে পরপদটি পূর্বপদের বিরোধী ভাব বা অর্থ প্রকাশ করে, তাকে বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন- ভালোমন্দ, দিনরাত, টকমিষ্টি, দেশেবিদেশে, ছেলেবুড়ো, আয়-ব্যয়, জমা-খরচ, লাভ-লোকসান ইত্যাদি। উৎস: মাধ্যমিক বাংলা ২য় পত্র, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

7.অব্যয়ীভাব সমাসের উদাহরণ কোনটি?

a. ক) দর্শনমাত্র

b. খ) পকেটমার

c. গ) কুলাকানী

d. ঘ) প্রপিতামহ

Show Answer Show Explanation

Explanation: পূর্বপদে অব্যয়যোগে নিষ্পন্ন সমাসে যদি অব্যয়েরই অর্থের প্রাধান্য থাকে, তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। অব্যয়ীভাব সমাসে কেবল অব্যয়ের অর্থযোগে ব্যাসবাক্যটি রচিত হয়। যেমন: কূলের সমীপে = উপকূল, মরণ পর্যন্ত = আমরণ। আ, হা, উপ, উৎ, অনু, গর, প্রতি, ইত্যাদি উপসর্গ ও 'যথা' এই অব্যয়গুলো শুরুতে থাকলে অব্যয়ীভাব সমাস হয়। যেমন: অনুগমন, প্রতিবাদ, উপগ্রহ, নিরামিষ, উদ্বেল ইত্যাদি। উৎসঃ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ-নবম দশম শ্রেণি।

8.'ছেলে-মেয়ে' কোন সমাস?

a. ক) অলুক দ্বন্দ্ব

b. খ) নিত্য সমাস

c. গ) অলুক বহুব্রীহি

d. ঘ) মিলনার্থক দ্বন্দ্ব

Show Answer Show Explanation

Explanation: যে দ্বন্দ্ব সমাসে কোনো সমস্যমান পদের বিভক্তি লোপ হয় না তাকে অলুক দ্বন্দ্ব বলে। যেমন- দুধে-ভাতে, জলে-স্থলে, দেশে-বিদেশে, হাতে-কলমে ইত্যাদি। ছেলে-মেয়ে মূল শব্দ। এতে কোনো বিভক্তি লোপ পায়নি। তাই এটি অলুক দ্বন্দ্ব সমাস নয়।

9.মিলনার্থক শব্দযোগে গঠিত দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ কোনটি?

a. ক) লাউ-কুমড়ো

b. খ) কাপড়-চোপড়

c. গ) বুক-পিঠ

d. ঘ) হাট-বাজার

Show Answer Show Explanation

Explanation: মিলনার্থক শব্দযোগে গঠিত দ্বন্দ্ব সমাস লাউ-কুমড়ো কাপড় - চোপড় 'সহচর' শব্দযোগে গঠিত দ্বন্দ্ব সমাস। বুক - পিঠ 'অঙ্গবাচক' শব্দযোগে গঠিত দ্বন্দ্ব সমাস। হাট - বাজার 'সমার্থক' শব্দযোগে গঠিত দ্বন্দ্ব সমাস। সূত্র - বাংলা ভাষার ব্যাকরণ- নবম- দশম শ্রেণির বোর্ড বই।

10.যে কয়েকটি পদ মিলে সমাস হয় তাদের কী বলে।

a. ক) সমস্তপদ

b. খ) সমস্যমানপদ

c. গ) ব্যাসবাক্য

d. ঘ) বিগ্রহবাক্য

Show Answer Show Explanation

Explanation: যে কয়েকটি পদ মিলে সমাস হয় তাদের সমস্যমান পদ বলে। যেমন—বিলাত হতে ফেরত= বিলাতফেরত। এখানে 'বিলাত' ও 'ফেরত' পদ দুটো সমস্যমান পদ। রেফারেন্সঃ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ- নবম-দশম শ্রেণির র্বোড বই।

11.নিচের কোনটি দ্বিগু সমাসের উদাহরণ?

a. ক) তেপায়া

b. খ) পঞ্চানন

c. গ) দশচক্র

d. ঘ) দশানন

Show Answer Show Explanation

Explanation: দ্বিগু এবং সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাসের সমস্তপদে বাধ্যতামূলক সংখ্যাবাচক শব্দ থাকে। সমস্ত পদ বিশেষ্য হলে দ্বিগু সমাস আর বিশেষণ হলে সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস। দশচক্র - দশচক্রের সমাহার ত্রি (তিন)পদের

সমাহার= ত্রিপদী (দ্বিগু সমাস) তিন পায়া আছে যার = তেপায়া, পঞ্চ আনন আছে যার= পঞ্চানন, (সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস)। রেফারেন্সঃ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ - নবম ও দশম শ্রেণীর বোর্ড বই।

12.'আমরণ' কোন সমাস?

a. ক) দ্বিগু

b. খ) তৎপুরুষ

c. গ) কর্মধারয়

d. ঘ) অব্যয়ীভাব

Show Answer Show Explanation

Explanation: পূর্বপদে অব্যয়যোগে নিষ্পন্ন সমাসে যদি অব্যয়েরই অর্থের প্রাধান্য থাকে তবে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। অব্যয়ীভাব সমাসে কেবল অব্যয়ের অর্থযোগে ব্যাসবাক্যটি রচিত হয়। যেমন জানু পর্যন্ত (পর্যন্ত শব্দের অব্যয় আ) লম্বিত = আজানুলম্বিত (বাহু), মরণ পর্যন্ত = আমরণ। উৎসঃ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ-নবম দশম শ্রেণী

13.'যথারীতি' কোন সমাসের উদাহরণ?

a. ক) কর্মধারয়

b. খ) তৎপুরুষ

c. গ) বহুব্রীহি

d. ঘ) অব্যয়ীভাব

Show Answer Show Explanation

Explanation: পূর্বপদে অব্যয়যোগে নিষ্পন্ন সমাসে যদি অব্যয়েরই অর্থের প্রাধান্য থাকে তবে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। অব্যয়ীভাব সমাসে কেবল অব্যয়ের অর্থযোগে ব্যাসবাক্যটি রচিত হয়। যেমন - অনতিক্রম্যতা (যথা) অর্থে - রীতিকে অতিক্রম না করে = যথারীতি, সাধ্যকে অতিক্রম না করে = যথাসাধ্য। এরূপ- যথাবিধি, যথাযোগ্য ইত্যাদি। উৎসঃ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি।

14.'নিরুৎসাহ' কোন সমাসের উদাহরণ?

a. ক) বহুব্রীহি সমাস

b. খ) অব্যয়ীভাব সমাস

c. গ) তৎপুরুষ সমাস

d. ঘ) কর্মধারয় সমাস

Show Answer Show Explanation

Explanation: পূর্বপদে অব্যয়যোগে নিষ্পন্ন সমাসে যদি অব্যয়েরই অর্থের প্রাধান্য থাকে তবে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। অব্যয়ীভাব সমাসে কেবল অব্যয়ের অর্থযোগে ব্যাসবাক্যটি রচিত হয়। যেমন- অভাব অর্থে (নিঃ = নির)- উৎসাহের অভাব = নিরুৎসাহ (নিঃ = নির), আমিষের অভাব = নিরামিষ, ভাবনার অভাব = নির্ভাবনা, জলের অভাব = নির্জল। উৎসঃ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি।

15.সমাস সাধিত পদ কোনটি?

a. ক) মানব

b. খ) বোনাই

c. গ) চাষি

d. ঘ) দম্পতি

Show Answer Show Explanation

Explanation: জায়া ও পতি = দম্পতি, দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ। বোন + আই = বোনাই, মনু + ষ্ণ = মানব এবং চাষ + ই = চাষি এগুলো তদ্ধিত প্রত্যয় সাধিত শব্দ। উৎসঃ শীকর বাংলা প্রশ্ন-পাঠ, মোহসীনা নাজিলা।

16.যে যে পদে সমাস হয় তাদের প্রত্যেককে কী বলে?

a. ক) সমস্ত পদ

b. খ) পূর্বপদ

c. গ) উত্তরপদ

d. ঘ) সমস্যমান পদ

Show Answer Show Explanation

Explanation: সমাসের কয়েকটি পরিভাষা ⇒ সমস্যমান পদ: যে যে পদে সমাস হয় তাদের প্রত্যেককে সমস্যমান পদ বলে। যেমন- সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন। - এ বাক্যে সিংহ, চিহ্নিত, আসন- এ তিনটি হচ্ছে সমস্যমান পদ। ⇒ সমস্ত পদ: সমস্যমান পদগুলো মিলিত হয়ে যে একপদে পরিণত হয়, তাকে সমস্ত পদ বলে।

17.সমাস সাধিত পদ কোনটি?

a. ক) রাত ও দিন

b. খ) রাত-দিন

c. গ) মানব

d. ঘ) সবগুলো

Show Answer Show Explanation

Explanation: রাত ও দিন = রাত-দিন। এখানে রাত-দিন সমাস সাধিত পদ উৎসঃ বাংলা একাডেমী অভিধান।

18.‘খাতা-পত্র’ কোন অর্থে দ্বন্দ্ব সমাস?

a. ক) মিলনার্থক

b. খ) বিরোধার্থক

c. গ) সমার্থক

d. ঘ) বিপরীতার্থক

Show Answer Show Explanation

Explanation: দ্বন্দ্ব সমাস কয়েক প্রকারে সাধিত হয়। মিলনার্থক : মাসি-পিসি, চা-বিস্কুট, মা-বাপ ইত্যাদি। বিরোধার্থক : দা-কুমড়া, অহি-নকুল, স্বর্গ-নরক ইত্যাদি। বিপরীতার্থক : লাভ-লোকসান, আয়-ব্যয়, জমা-খরচ ইত্যাদি। সমার্থক : হাট-বাজার, ঘর-দুয়ার, মোল্লা-মৌলভী, খাতা-পত্র ইত্যাদি।

19.কোনটি শুদ্ধ ?

a. অহর্নিশ= অহঃ ও নিশি

b. কুশীলব= কুশী ও লব

c. অহোরাত্র= অহঃ ও রাত্র

d. দিবারাত্র= দিবা ও রাত্রি

Show Answer Show Explanation

Explanation: ➤ কিছু ব্যতিক্রম দ্বন্দ্ব সমাস: ➡ অহর্নিশ= অহঃ ও নিশা ➡ কুশীলব= কুশ ও লব ➡ অহোরাত্র= অহঃ ও রাত্রি ➡ দম্পতি= জায়া ও পতি

20.'আমরণ' কোন সমাস?

a. ক) দ্বিগু

b. খ) তৎপুরুষ

c. গ) কর্মধারয়

d. ঘ) অব্যয়ীভাব

Show Answer Show Explanation

Explanation: পূর্বপদে অব্যয়যোগে নিষ্পন্ন সমাসে যদি অব্যয়েরই অর্থের প্রাধান্য থাকে তবে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। অব্যয়ীভাব সমাসে কেবল অব্যয়ের অর্থযোগে ব্যাসবাক্যটি রচিত হয়। যেমন জানু পর্যন্ত (পর্যন্ত শব্দের অব্যয় আ) লম্বিত = আজানুলম্বিত (বাহু), মরণ পর্যন্ত = আমারণ। উৎসঃ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ-নবম দশম শ্রেণী

About

BPSC Link

Privacy Policy

Terms & Conditions

Refund Policy

Helpline: 01329672052

© 2024 P2A All rights reserved